মেহেরপুরে গণঅধিকার পরিষদ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীরা মেহেরপুরের দুটি আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে মেহেরপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাইসুল হক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক মিনারুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আলমগীর হোসেন।

গণঅধিকার পরিষদের নেতারা জানান, দলটি আসন্ন নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহকে তারা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

সিরাজগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদ নেতার মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানাধীন যমুনা নদীর বালুবাহী ড্রেজার থেকে গণঅধিকার পরিষদের এক নেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে চৌহালী নৌ থানা পুলিশ।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে জালালপুর ইউনিয়নের পাড়ামোহনপুর এলাকায় যমুনা নদীতে চলমান একটি ড্রেজার থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত হাফিজুল ইসলাম হাফিজ (৩১) এনায়েতপুর থানা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং বাঐখোলা গ্রামের কমল মুন্সীর ছেলে।

জানা গেছে, নিহত হাফিজসহ কয়েকজন মিলে জালালপুর, আড়কান্দি ও পাড়ামোহনপুর এলাকায় বালুর ব্যবসা করতেন। গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাতে একটি ড্রেজারের বাল্কহেডে সহযোগীদের সঙ্গে খাবার খেয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে সহকর্মীরা তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে এনায়েতপুর থানা পুলিশ ও চৌহালী নৌ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

চৌহালী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফিরোজ উদ্দিন ঢাকা পোস্টকে বলেন, নিহতের শরীরে কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন নেই এবং প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হয়েছে। নিহত হাপিজ রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশটি হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে গণঅধিকার পরিষদের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে গণঅধিকার পরিষদের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেল ৪টায় মেহেরপুর জেলা কার্যালায়ে কেক কাটা ও আলোচনা সভা শেষে কোর্ট মোড়ে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে দলটির চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে গণঅধিকার পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখা।

গণআধিকার পরিষদের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনে গণঅধিকার মনোনীত এমপি প্রার্থী মোঃ রাইসুল হক।

মেহেরপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম।

এছাড়াও গণঅধিকার পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সমাজসেবা সম্পাদক মিনারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজেদুল হক, মেহেরপুর জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আলমগীর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি গোলাপ হোসেন সহ দলটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলার মাটিতে ১৪ দলের দোসররা কেউ রাজনীতি করতে পারবে না- রাশেদ খান

বাংলার মাটিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের দোসররা কেউ রাজনীতি করতে পারবে না বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গঠন ও রাষ্ট্র সংস্কারে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

গণঅধিকার পরিষদ ঝিনাইদহ জেলার সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় নেতা এবিএম আশিকুর রহমান, বিল্লাল হোসেন, গণঅধিকার পরিষদের ঝিনাইদহ জেলার সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন কবির, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল ও রিহান উদ্দীন রায়হান। সভা পরিচালনা করেন ছাত্রঅধিকার পরিষদের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

খেলায় মেতেছেন তার ছাত্র জনতার বিপ্লবে বিশ্বাস করে না। এমনটি করলে বিপ্লব ব্যার্থ হবে। ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান ঘটবে। তখন কেউ রেহাই পাবেন না। এ থেকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

রাশেদ খাঁন অভিযোগ করে বলেন, ঝিনাইদহে দখলবাজী, চাঁদাবাজী ও টেন্ডারবাজীসহ নানা অপরাধ চলছে। আমরা তো এসব করার জন্য বিপ্লব করিনি। এসব কর্মকান্ড চলতে দেওয়া হবে না। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখুন। কেউ হুমকী দিলে আমি রাশেদ খাঁন আপনাদের জন্য বুক পেতে দেব।